Draft Copy
Please give your valuable opinion email to ttckhul@yahoo.com and sreza1965@gmail.com by 7 September 2021.

শিক্ষক পরিষদ
গঠনতন্ত্র

DRAFT

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

প্রস্তাবনা

মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত কল্পে সুশিক্ষক/গুণগত শিক্ষক তৈরির প্রত্যয় নিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহক দক্ষিণাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই ঐতিহ্যবাহী কলেজটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বিজ্ঞান সম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে নবতর শিক্ষণ-শিখন কৌশল ও তার বাস্তব প্রয়োগ সর্ম্পকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে জ্ঞানের দ্বীপশিখা প্রজ্জ্বলন করে আসছে। যার সর্বাগ্রে কাজ করছে এ কলেজের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ। কলেজের শিক্ষা ও প্রশাসনিক তথা সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণে অত্র কলেজের শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষক পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষক পরিষদ শিক্ষকমন্ডলীর যৌথ মতামতের ভিত্তিতে কলেজের সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু অদ্যাবধি শিক্ষক পরিষদের পূর্ণাঙ্গ লিখিত গঠনতন্ত্র প্রণয়ন বা তৈরি করা হয় নাই। কয়েকবার উদ্দ্যোগ নিয়েও সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত না হওয়ায় বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম এর আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় শিক্ষক পরিষদের গঠনতন্ত্রের অত্যাবশ্যকীয়তা বিবেচনা করে এবং তার সুষ্ঠু কার্যক্রম নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনার শিক্ষকবৃন্দ অদ্য ..... খ্রি. ..... বঙ্গাব্দ ..... বার শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সভায় সর্বসম্মত ও সম্মিলিতভাবে এ গঠনতন্ত্র অনুমোদন করেন।

DRAFT

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১ । শিক্ষক পরিষদ অত্র কলেজের শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন, মুক্ত আলোচনা ও চিন্তাভাবনা আদান প্রদানের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করবে।

২। শিক্ষকদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার মাধ্যমে পেশাগত ক্ষেত্রে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৩। অত্র কলেজের শিক্ষক, কর্মচারি, প্রশিক্ষণার্থী ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

প্রথম অধ্যায়

পরিষদের নামকরণ

অনুচ্ছেদ-১: ক) পরিষদের নামকরণ "শিক্ষক পরিষদ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা" বা ইংরেজিতে "Teachers' Council, Teachers' Training College, Khulna " নামে অভিহিত হবে। তবে সংক্ষেপে "শিক্ষক পরিষদ" হিসাবে উল্লেখ করা যাবে।

খ) এই পরিষদের গঠনতন্ত্র কেবলমাত্র সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনায় কর্মরত সকল শিক্ষক(অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার, শরীরচর্চা শিক্ষক, গবেষণা সহকারী) এর ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

গ) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনার Logo এই পরিষদের Logo হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ) এ পরিষদের কার্যালয় সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনার মূল একাডেমিক ভবনে অবস্থিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সদস্যপদ

অনুচ্ছেদ-২: (ক) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনার সকল শিক্ষক এই কলেজে কর্মরত অবস্থায় এই শিক্ষক পরিষদের সদস্য থাকবেন এবং যে কোন সময়ে কলেজের মোট শিক্ষক সংখ্যা পরিষদের মোট সদস্য হবে।

খ) অধ্যক্ষ, পদাধিকার বলে এই পরিষদের সভাপতি হবেন ।

গ) এমওই অথবা মাউশি তে ওএসডি থেকে অত্র কলেজে কেউ যদি সংযুক্ত থাকেন তিনি এই পরিষদের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

ঘ) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনায় কর্মরত অবস্থায় এমওই অথবা মাউশি তে সংযুক্ত থাকলে তারাও এ পরিষদের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

DRAFT

অনুচ্ছেদ-৩: সদস্যপদ শূন্য/স্থগিত

(ক) বদলি, চাকুরি হতে পদত্যাগ, মৃত্যু বা অবসরজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সদস্যপদ বিলুপ্ত হবে।

(খ) উপরোক্ত কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সদস্যপদ হতে অব্যাহতি দাবি করতে পারবেন না।

(গ) শৃঙ্খলা বিরোধী কোন কাজ করলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সদস্যপদ সাময়িক স্থগিত হবে।

অনুচ্ছেদ-৪: সদস্যদের কাজ:

(ক) প্রত্যেক সদস্য, পরিষদের নির্বাচন ও প্রস্তাবাদি গ্রহণে একক ভোটের মৌল নীতির ভিত্তিতে তৎসংশ্লিষ্ট সকল অধিকার এবং সভায় মতামত প্রদান করার ও পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত যে কোন সুবিধা ভোগের অবিচ্ছেদ্য অধিকার লাভ করবেন।

(খ) সাধারণ সভায় ধার্যকৃত হারে নিয়মিত চাঁদা প্রদান এবং পরিষদের মান-মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব প্রত্যেক সদস্য পালন করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও তাঁদের দায়িত্ব

অনুচ্ছেদ-৫: শিক্ষক পরিষদের চারজন কার্যনির্বাহী থাকবেন। তাঁরা হচ্ছেনঃ সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।

(ক) সভাপতিঃ

১। কলেজের অধ্যক্ষ তার পদাধিকার বলে শিক্ষক পরিষদের সভাপতি হবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষের দায়িত্ব যিনি পালন করবেন বা তাঁর ছুটিজনিত কারণে অধ্যক্ষ যার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করবেন তার উপর শিক্ষক পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব বর্তাবে।

২। সভাপতি, তার অবর্তমানে তার প্রতিনিধি অথবা তারও অবর্তমানে সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের যে কোন (জ্যেষ্ঠ) সদস্য পরিষদের যে কোন সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভায় যে কোন প্রস্তাব প্রয়োজনীয় ভোটাধিক্যে গৃহিত হলে তা সভাপতি অবশ্যই তাঁর স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে রীতিসিদ্ধ করবেন।

৩ । সভাপতি প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পরিষদে কলেজের প্রশাসনিক ও একাডেমিক অথবা কলেজ সম্পর্কিত যে কোন বিষয় উত্থাপন, আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের মতামত অথবা সহযোগিতা আহবান করার অধিকারী হবেন এবং যে কোন সময়ে সম্পাদকের মাধ্যমে শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সভা ও নিজে জরুরি সভা আহবান করতে পারবেন।

৪। শিক্ষক পরিষদের সভা হলে অবশ্যই সভাপতি ও সম্পাদকের অথবা সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে সভার নোটিশ আহবান করবেন।

(খ) সম্পাদকঃ

১। শিক্ষক পরিষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত সম্পাদকের উপর পরিষদের সাধারণ সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিষদের সকল প্রকার কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে এবং তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত ঐ সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণের সময় সম্পাদক অবশ্যই ধারাবাহিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যৌক্তিক নীতি অবলম্বন করবেন।

২। সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে ও তার সম্মতি নিয়ে পরিষদের সাধারণ সভা আহবান করতে পারবেন।

৩। শিক্ষক পরিষদের যে কোন আয়োজিত সভার নোটিশে সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষর থাকবে।

৪। কলেজের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদিতে সম্পাদকের আসন থাকবে।

DRAFT

(গ) যুগ্ম-সম্পাদকঃ

শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত যুগ্ম-সম্পাদক, সম্পাদকের সহযোগী ভূমিকা পালন করবেন এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সম্পাদকের কার্য নির্বাহ করবেন। তবে সম্পাদকের পদ শূন্য হলে অনুচ্ছেদ-৬ এর (ঙ) ধারা প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) কোষাধ্যক্ষঃ

শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও যুগ্ম-সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে পরিষদের আর্থিক বিষয়াদি দেখভাল করবেন। সদস্যদের নিকট হতে চাঁদা আদায় ও পরিষদের আর্থিক ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরিষদের সাধারণ সভায় আর্থিক স্থিতি ও ব্যয় বিবরণি উপস্থাপন করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান ও মেয়াদকাল

অনুচ্ছেদ-৬:

(ক) পরিষদের সদস্যবৃন্দ সহজ ভোটাধিক্যে সদস্যদের মধ্যে হতে একজন সম্পাদক, একজন যুগ্ম-সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করবেন। নির্বাচিত পরিষদের কার্যকাল হবে এক বৎসর । **০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ।**

(খ) ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কিংবা প্রয়োজনবোধে কার্যরত পরিষদের সম্পাদক নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। সভাপতি এমনভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নির্বাচন কার্য সম্পন্ন হয়।

(গ) যদি কোন অনিবার্য কারণে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করায় বিঘ্ন ঘটে তবে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সভাপতি সাধারণ সভা আহবান করে অথবা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিক্ষক পরিষদ সদস্যবৃন্দকে তা জানিয়ে দিবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

(ঘ) ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন না হলে কার্যরত সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মেয়াদ শেষ হয়েছে বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ লিখিতভাবে প্রথমে সভাপতিকে সাধারণ সভা আহবান করতে অনুরোধ করবেন। তিনি না করলে অনুচ্ছেদ-৯ ধারামতে ঐ সদস্যরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঙ) সম্পাদকের পদ শূন্য হলে তার মেয়াদ পূর্ণ হতে যদি ৩ (তিন) মাস বা তার অপেক্ষা কম সময় থাকে তাহলে সভাপতি যুগ্ম-সম্পাদককে সম্পাদকের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারবেন। ৩(তিন) মাসের বেশি কিন্তু ৬ (ছয়) মাসের কম সময় থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে সভাপতি অনুমতি দিতে পারবেন না। পরবর্তি সাধারণ সভায় তার অনুমোদন প্রয়োজন হবে এবং কলেজ দীর্ঘদিন ছুটি না থাকলে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভা আহবান করতে হবে এবং ৬ (ছয়) মাস বা তদুর্ধ্ব মেয়াদের জন্য সাধারণ সভায় বিষয়টি উত্থাপন করতে হবে। সভায় যুগ্ম-সম্পাদককে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন অথবা নতুন সম্পাদক নির্বাচন করতে পারবে। সভায় যুগ্ম-সম্পাদককে সম্পাদক নির্বাচন করলে যুগ্ম-সম্পাদক পদে অন্য একজন সদস্যকে নির্বাচন করতে হবে। সম্পাদকের শূন্য পদে সভাপতি যখন যুগ্ম-সম্পাদককে সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করবেন যুগ্ম-সম্পাদকের ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

চ) সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হলে ৩(তিন) মাস বা তার কম মেয়াদের জন্য সভাপতি সদস্যদের মধ্যে হতে যে কোন তিন জনকে উক্ত পদ তিনটিতে নিয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু তদুর্ধ্ব মেয়াদের জন্য সাধারণ সভা আহবান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে কোন ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের বেশি নির্বাচিত হতে বা পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

(জ) সম্পাদক কমপক্ষে সহযোগী অধ্যাপক, যুগ্ম-সম্পাদক কমপক্ষে সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষক এবং কোষাধ্যক্ষ সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষক পদমর্যাদার হবেন ।

পঞ্চম অধ্যায়

সভা সংক্রান্ত বিধান

অনুচ্ছেদ-৭:

(ক) গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে যে কোন সময় সাধারণ সভা আহবান করতে পারবেন।

(খ) অন্তত ০২ (দুই) মাসে একটি সাধারণ সভা আহবান করতে হবে। শিক্ষা ও প্রশাসনিক বিষয়ে আহবানের প্রয়োজন অনুভূত না হলে সাংস্কৃতিক ও মনন চর্চা বিষয়ক সভা আহবান করে পরিষদের কার্যক্রমকে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে।

(গ) সাধারণভাবে ০৩ (তিন) দিন পূর্বে সভাপতির সম্মতিক্রমে সম্পাদক যে কোন সময় সাধারণ সভা আহবান করতে পারবেন, তবে জরুরি প্রয়োজনে কেবল সভাপতি বা তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে ঐ সভা আহবান করতে পারবেন। কিন্তু নির্বাচন আহবান করে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হবে তা জারির ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্তত পক্ষে এক সপ্তাহের ব্যবধান থাকতে হবে। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সভাপতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঘ) পরিষদের যে কোন সাধারণ সভায় মোট সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং উপস্থিত সদস্যের সহজ ভোটাধিক্যে (সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে) প্রস্তাবাদি গৃহিত হবে।

(ঙ) পরিষদের যে কোন সভায় যে কোন সদস্য প্রস্তাবনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন বিষয় পরিষদের আলোচনা ও বিবেচনার জন্য উত্থাপন করতে পারবেন। সময়াভাবে যদি ঐ সভায় ঐ প্রস্তাব আলোচনা করা না যায় তাহলে সভাপতি পরবর্তি সাধারণ সভায় ঐ প্রস্তাব আলোচনার জন্য নির্ধারণ করবেন।

অনুচ্ছেদ-৮:

ক) শিক্ষক পরিষদের সভাপতি, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক, হোস্টেল সুপার (পুরুষ), হোস্টেল সুপার (মহিলা) পদাধিকার বলে একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হবেন। অধ্যাপক ১(এক)জন সহযোগী অধ্যাপক ১(এক)জন, সহকারী অধ্যাপক ২(দুই)জন এবং প্রভাষক ২(দুই)জন নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হবে।

(খ) কলেজের মসজিদ ও হোস্টেল সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষক পরিষদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ-৯:

তলবী সভা: পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদক জরুরি সভা আহবান করতে বাধ্য থাকবেন। লিখিত আবেদনের ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে সম্পাদক সভা আহবান না করলে আবেদনকারীগণ সভাপতি ও সম্পাদকের অনুমোদন ছাড়াও সভা আহবান করতে পারবেন। সদস্যবৃন্দের অনুষ্ঠিত এই জরুরি সভায় যে কোন প্রস্তাব পাস করতে হলে মোট সদস্যবৃন্দের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন (ভোটের) প্রয়োজন হবে। পরিষদের জ্যেষ্ঠ সদস্য বা সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে মনোনীত ব্যক্তি উক্ত সভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করবে। এ সভার যে কোন সিদ্ধান্ত শিক্ষক পরিষদ কার্যকর করতে বাধ্য থাকবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়
অনাস্থা ও পরিষদ সদস্যের অবহেলা বা অনীহা

অনুচ্ছেদ-১০:

গঠনতন্ত্র অথবা নীতি বিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনা অথবা লিপ্ত হওয়া অথবা গুরুতর অসদাচরণ অথবা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুতর শৈথিল্য ও অবহেলা প্রদর্শনের জন্য সম্পাদক অথবা যুগ্ম-সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহিত হবে।

অনুচ্ছেদ-১১:

পরিষদের কোন সাধারণ সদস্য যদি গঠনতন্ত্র বা পরিষদের স্বার্থবিরোধী কার্যে লিপ্ত হন কিংবা পরিষদের বিধিমালা বা সাধারণ সভার সিদ্ধান্তকে এমনভাবে লঙ্ঘন বা অবহেলা বা অনীহা প্রকাশ করেন যে তা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহলে সম্পাদক বিষয়টির প্রতি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন। সভাপতি এই বিষয়ে নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা সংশ্লিষ্ট সদস্যের সাথে আলাপ করে তা নিস্পত্তি করতে পারবেন কিংবা বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য পরিষদের সাধারণ সভায়ও উত্থাপন করতে পারবেন।

সপ্তম অধ্যায়
তহবিল গঠন ও অর্থব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ-১২:

(ক) শিক্ষক পরিষদের নামে এবং শিক্ষক পরিষদের উদ্দেশ্যে গৃহিত সকল অর্থ দ্বারা পরিষদের তহবিল গঠন করা হবে।

(খ) সদস্যদের চাঁদা ও সাধারণ সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ তহবিলে জমা করা হবে।

(গ) পরিষদের তহবিল পরিষদের নামে একটি ব্যাংক একাউন্টে রক্ষিত হবে এবং সভাপতি ও সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাবটি পরিচালিত হবে।

(ঘ) পরিষদের সম্পাদক তাঁর কার্যকাল শেষে এবং নতুন সম্পাদক দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে সর্বশেষ সাধারণ সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন। পরিষদ প্রয়োজন বোধ করলে এই প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করতে পারবে।

(ঙ) বৎসরে একবার সম্পাদকের কার্যকালের শেষে পরিষদের তহবিল সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিষদের আধিকারিক নন এমন যে কোন দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি দ্বারা এই হিসাব নিরীক্ষণ সম্পাদিত হবে।

(চ) দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে সদস্যদের চাঁদার হার নির্ধারণ হবে।

(ছ) চাঁদার টাকা সদস্যদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

(জ) শিক্ষক পরিষদের কোন সদস্য বদলি, প্রমোশন জনিত পদায়ন বা অবসর/পিআরএল জনিত বা অন্য কোন কারণে শিক্ষক পরিষদ কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করলে সরকারি নীতি অনুযায়ী শিক্ষক পরিষদের তহবিলের চাঁদা থেকে ব্যয় মিটানো হবে। অতিরিক্ত চাঁদা ধার্য্য করা যাবে না।

DRAFT

অষ্টম অধ্যায়
গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান

অনুচ্ছেদ-১৩:

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা উপধারা সম্পর্কে পরিষদের সভাপতি তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন। কিন্তু কোন সদস্য যদি মনে করেন গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারা বা উপধারার ঐ ব্যাখ্যা যথাযথ নয় তাহলে তিনি তার প্রতি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন। প্রয়োজনে বিষয়টি সাধারণ সভায় উত্থাপন করে আলোচনার মাধ্যমে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

নবম অধ্যায়
গঠনতন্ত্র সংশোধন

অনুচ্ছেদ-১৪:

(ক) গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারার সংশোধন অথবা তার অংশ বিশেষ বর্জন বা তার সাথে সংযোজনের জন্য বা প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের কোন প্রস্তাব যে কোন সদস্য উত্থাপন করতে পারবেন। কিন্তু ঐ প্রস্তাব সাধারণ সভায় উত্থাপন করতে হবে এবং আলোচনার জন্য প্রস্তাবটিকে সকল সদস্যেদের/ দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনের ভিত্তিতে ঐ প্রস্তাব গৃহিত এবং তার ফলে গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন হবে।

(খ) এই গঠনতন্ত্রে যে সব বিষয়ে উল্লেখ বা ব্যাখ্যা করা হয়নি সে সব বিষয়ে প্রচলিত কিন্তু যৌক্তিক প্রথার অনুসরণ করতে হবে।

দশম অধ্যায়
বিবিধ ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা-১: ..... খ্রি. ..... বঙ্গাব্দ ..... বার সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনার শিক্ষক পরিষদের গঠনতন্ত্র গৃহিত হল। পরিষদের পক্ষে এর অনুমোদন করলেন বর্তমান অধ্যক্ষ ও শিক্ষক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম এবং উপস্থিত শিক্ষক পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

DRAFT

গঠনতন্ত্র অনুমোদনের সময় উপস্থিত শিক্ষক পরিষদের সদস্যবৃন্দ:

অধ্যক্ষ : প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম (আইডি নং-৮২২৫) মোবাইল : ০১৭১৬৭৩১০৪৭

উপাধ্যক্ষ : প্রফেসর মোঃ নজরুল ইসলাম (**আইডি নং**-০১৩১৬১), মোবাইল : ০১৭১০৮২০৪২৫

ক্রমিক	নাম ও আইডি নং	পদবী	মূল বিষয়	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	জনাব মো. ইমদাদুল হক-৬২৮৫	সহযোগী অধ্যাপক	দর্শন	০১৭১১৪৮২৪৫০	
২.	জনাব মো. সাইফুর রহমান-৬৭৫৩	সহযোগী অধ্যাপক	দর্শন	০১৭১২০০১৪৬০	
৩.	জনাব টিটভ বিশ্বাস-৮৬৩৩	সহযোগী অধ্যাপক	ভূগোল	০১৭১২১৬৫৮৮০	
৪.	জনাব রহিমা খাতুন-৮৬৩০	সহযোগী অধ্যাপক	গণিত	০১৯১৭৬৬৭৬৬২	
৫.	জনাব মো. আব্দুর রাজ্জাক-৮৬৭১	সহযোগী অধ্যাপক	ইংরেজি	০১৭৪৩১৬৮৫০৮	
৬.	জনাব মো.বিপ্লব রহমান-০১০৭৩০	সহযোগী অধ্যাপক	শিক্ষা	০১৭১১০০৬৩৮৫	
৭.	জনাব এস. এম. মোহাম্মদউল্লাহ-০১২৬৫৮	সহযোগী অধ্যাপক	ইতিহাস	০১৭১৬২৫৭৮০৫	
৮.	জনাব বিজন হালদার	সহযোগী অধ্যাপক	ইতিহাস	০১৭১২৬১১৭১৯	
৯.	জনাব তুষার কান্তি মন্ডল-০১৭১৮০	সহযোগী অধ্যাপক	উদ্ভিদ বিদ্যা	০১৭১২৯৮৪০২৭	
১০.	জনাব রেহানা পারভীন-০১৪৫৯২	সহকারী অধ্যাপক	অর্থনীতি	০১৮১৬৩৬৫৯৯৯	
১১.	জনাব অজয় কুমার সাহা-১৩৩৯১	সহকারী অধ্যাপক	সংস্কৃত	০১৭৩৫৩৪৬৭৯৮	
১২.	জনাব মো. হাফিজুর রহমান খান-১৪৬৫১	সহকারী অধ্যাপক	অর্থনীতি	০১৭১২৬১০৬৩৯	
১৩.	জনাব এম. মিজানুর রহমান-০১৪০৩৯	সহকারী অধ্যাপক	আরবি ও ইস.শিক্ষা	০১৯১১০৮৬৯৭০	
১৪.	জনাব মো. আশরাফুল আলম-২২৩৩০	সহকারী অধ্যাপক	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	০১৯১৪২৬৪৩২৯	
১৫.	জনাব মো. সাহেদুল আলম-০২২১৫৮	সহকারী অধ্যাপক	ইস.আইডিওলজি	০১৭১৩৯১৪৬৩৬	
১৬.	জনাব পঙ্কজ মন্ডল-০২২৩৩১	সহকারী অধ্যাপক	গণিত	০১৭৫৪৬৭৬০২৫	
১৭.	জনাব মোহাম্মদ মহিববুল্লাহ -২৭১১৫	প্রভাষক	বাংলা	০১৯১১২২২২৬৬	
১৮.	জনাব মো. সাজ্জাদ হোসেন খান-২৭১১৭	প্রভাষক	শিক্ষা	০১৭৮৪৩৮৭৪১৯	
১৯.	জনাব মো. আবু রায়হান-২৬২৭৪	প্রভাষক	বিজ্ঞান	০১৭২০৫৮৬৫২৬	
২০.	জনাব সৌরভ অধিকারী	প্রভাষক	শিক্ষা	০১৭৮৩৯২১৭২৪	
২১.	জনাব শবনম মনোয়ারা খানম	প্রভাষক	বাংলা	০১৭১৬৮৯৬৯২৬	
২২.	জনাব সুবর্ণা রানী মন্ডল	প্রভাষক	বাংলা	০১৫৫৬৩২৭৬৭	
২৩.	জনাব মোস্তফা আলমগীর সিদ্দিক	প্রভাষক	ভূগোল	০১৭২৫০৪২৪৫৮	
২৪.	জনাব মৃণাল কান্তি সাধু	প্রভাষক	প্রাণিবিদ্যা	০১৭৬২৪৯২৪৬০	
২৫.	জনাব মোসা: মোসলেমা খাতুন	প্রভাষক	গণিত	০১৮১৬৪৫৪৫৪৭	
২৬.	জনাব বিধান চন্দ্র রায়	প্রভাষক	শিক্ষা	০১৭১১২৩০০১৬	
২৭.	জনাব মো. সওগাতুল আলম	প্রভাষক	রসায়ন বিজ্ঞান	০১৭১১৯০২৯৩৪	
২৮.	জনাব মোসা: মাজেদা খাতুন	প্রভাষক	হিসাব বিজ্ঞান	০১৭১২৬২২০৪৭	
২৯.	জনাব দিলিপ কুমার বিশ্বাস	প্রভাষক	সমাজ বিজ্ঞান	০১৭১৮৭৭৬৬১১	
৩০.	জনাব মো: মাইনুল হক	কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার	ইতিহাস	০১৭১১২৮১৩১৭	

DRAFT

গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি:

প্রফেসর মো: নজরুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ	উপদেষ্টা
জনাব রহিমা খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক গণিত	আহবায়ক
জনাব মৃনাল কান্তি সাধু, প্রভাষক প্রাণিবিদ্যা	সদস্য

(প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম)
সভাপতি, শিক্ষক পরিষদ
ও
অধ্যক্ষ
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা।

DRAFT